সংবাদ

'11 APR 2013

তারিখ ... 12 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ...

শিক্ষা বোর্ডের কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভুলের কারণে

বারো বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীরা জেএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না

• সময় বাড়ানোর দাবি

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

শহরাঞ্চলের অনেকেই এগারো বছর বয়সে অষ্টম শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু জেএসসি পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের জন্য বোর্ডের অনলাইন ফরমে ২০০১-এর পরে অর্থাৎ বারো বছরের নিচে কোন বয়স এন্ট্রি করা যাচ্ছে না। এমনকি বারো বছরের একদিন কম বয়সও এন্ট্রি হচ্ছে না। ফলে যাদের বয়স বারো বছরের নিচে তারা জেএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না। আজ বৃহস্পতিবার এ রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ। রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এ বয়স সংক্রান্ত জটিলতা আজকের মধ্যে অবসানের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। একদিকে এ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতা অন্যদিকে হরতাল ফলে আজ শেষ দিনেও জেএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে। তাই রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়ানোর দাবিও উঠেছে।

নারায়ণগঞ্জের বিবি মরিয়ম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সামিয়া খন্দকার। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের দেয়া জন্ম সনদ অনুযায়ী তার জন্ম ২০০২-এর ২১ জানুয়ারি। সামিয়ার বাবা বাবু খন্দকার জানান, চার বছর বয়সে তার মেয়েকে বাড়ির অদূরে ৪৭ নং খানপুর বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। ২০১০ সালে সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি সে ভালো গান গায়। শিশু একাডেমী আয়োজিত জেলা পর্যায়ের দেশাত্মবোধক সংগীত প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। গত মঙ্গলবার অষ্টম শ্রেণীতে তার রেজিস্ট্রেশনের ফরম প্রজেক্টরে স্কুলে প্রদর্শন করা হয়। সামিয়া দেখতে পায় যে সেখানে তার বয়স এক বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি সে বাসায় এসে তার বাবা-মাকে জানালে গতকাল সকালে তারা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাদের বয়স বাড়িয়ে পরীক্ষা দিতে অথবা এই ক্লাসেই আরও এক বছর রেখে দিতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ ব্যাপারে বিবি মরিয়ম স্কুলের

পরীক্ষায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক ৭

পরীক্ষায় : রেজিস্ট্রেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান শিক্ষক মো. শফিউল আলম খানের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অনেকেরই বয়স বাড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। কেউ তো কিছু বলেনি। এই মেয়ে জায়গায় জায়গায় গিয়ে বলছে কেন? বয়স বাড়িয়ে কেন রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, বোর্ড এ নিয়ম করে দিয়েছে। ২০০১-এর পরে জন্মের জন্য তারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়লেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না। কারণ কম্পিউটার এটা গ্রহণ করে না। তাই বয়স বাড়িয়ে দিতে হবে। সামিয়াকে বলেন বয়স বাড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে অথবা এই ক্লাসেই থাকতে। এ সমস্যাটির কথা বোর্ডে জানিয়েছেন কিনা? এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই তিনি ফোন রেখে দেন। সামিয়ার মা মাহমুদা খন্দকার জানান, আমার বড় মেয়ে সুমাইয়া খন্দকার। সে ঢাকায় প্রথম বিভাগের কৃতী দাবা খেলোয়াড়। তার নবম শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশনের সময়ও একইভাবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বয়স বাড়িয়ে রেজিস্ট্রেশন করায়। বয়স বাড়িয়ে দেয়ার কারণে গত বছর জাতীয় সাব জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় সে অংশ নিতে পারেনি। তিনি রেজিস্ট্রেশনের বয়স সংক্রান্ত এ সমস্যা আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে সমাধান করার দাবি জানান। পাশাপাশি জেএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় বাড়ানোরও দাবি জানান। নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য আবদুস সালাম জানান, বোর্ডের এ নিয়মের কারণে অনেক স্কুলেরই শিক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। আমার স্কুলে এমন দুইজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি এবার। আবার অনেকে বয়স বাড়িয়ে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সদস্য একই ধরনের অভিযোগ করেন। যদিও বোর্ডের এ ভুলের বিষয়টি তুলে আবার বোর্ডের কোপানলে পড়েন কিনা এ আশঙ্কায় তারা বোর্ডে জানাচ্ছেন না। একই কারণে তারা সাংবাদিকদের কাছে নাম প্রকাশ করে অভিযোগও করতে চাচ্ছেন না। স্কুলের বেশিরভাগ তুলে দিচ্ছেন কোনো শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড। শিশু সংগঠন খেলাঘর আসরের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক এ ব্যাপারে বলেন, এখনকার সময়ে কোন ছেলেমেয়ের জন্ম তারিখ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জন্মনিবন্ধনের জন্য তারিখ, পাবলিক পরীক্ষায় নিবন্ধনের জন্য তারিখ, জাতীয় সনদপত্রের জন্য তারিখ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পাসপোর্টের জন্য তারিখ এক না হলে ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্য কোন কাজ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ ধরনের একটি ভুল হচ্ছে এটি মেনে নেয়া যায় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামের ভুলের কারণে ছেলেমেয়েদের বয়স বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এটা মোটেও উচিত হচ্ছে না। বরং ওই কম্পিউটার প্রোগ্রামটি ঠিক করে সবার সঠিক জন্মতিথি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা উচিত। আগে যাদের ক্ষেত্রে এ ভুলটি হয়েছে সেটি সংশোধনের জন্যও সুযোগ দেয়া উচিত শিক্ষা বোর্ডের। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার শাহিদা বেগম মজুমদার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এটি শিক্ষাবোর্ডের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে আমার কিছু করার নেই। বিষয়টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানানো হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগম জানান, আমি আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকালের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি।